সাজেদার ছেলেকে প্রতিরোধে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অবস্থান

ফরিদপুরে আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের দ্বন্দ্ব ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর ছেলে আয়মন আকবরের ফরিদপুর আগমন ঠেকাতে শ্রমমন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেনের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তারা ফরিদপুর-সালথা সড়কের কৈজুরি ইউনিয়নের চুঙ্গির মোড় এলাকায় সড়কি, দা, ঢালসহ অবস্থান নেয়।

এদিকে উভয় পক্ষ গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে শহরের একই স্থানে একই সময় একই দাবিতে পৃথক সমাবেশ ডাকলেও তা হয়নি। আগের রাতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে স্থানীয় নেতাদের বৈঠক এবং কেন্দ্রীয় নেতাদের হস্তক্ষেপে দুটি সমাবেশই স্থগিত করা হয়। দুই পক্ষই সমাবেশ ডেকেছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। তবু বাড়তি সতর্কতা হিসেবে গতকাল জনতা ব্যাংকের মোড়, আলীপুরের মোড়, গোলপুকুর ড্রিম শপিং কমপ্লেক্স, প্রেসক্লাবের সামনেসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

এর আগে বুধবার জেলা আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় মামলা হয়েছে। পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বুধবার রাতে শহরের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি করে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা জানান, সাজেদা চৌধুরীর ছেলে আয়মন আকবরের ফরিদপুর, সালথা ও নগরকান্দায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গতকাল সকালে আসার কথা ছিল। তাঁর প্রথম অনুষ্ঠান ছিল সকাল ১০টায় সালথায়। সেখানে উপজেলা পরিষদ আয়োজিত এসএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়াদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। ঢাকা থেকে ফরিদপুরের উদ্দেশে রওনা দিয়ে ফরিদপুর-সালথা আঞ্চলিক সড়ক দিয়ে সালথা উপজেলা বিদ্যালয়ে পৌঁছানোর কথা ছিল আয়মন আকবরের।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আয়মন আকবরকে প্রতিহত করতে ফরিদপুর সদরের কৈজুরি ও কানাইপুর ইউনিয়নে শ্রমমন্ত্রী-সমর্থিত প্রায় দুই হাজার লোক চুঙ্গির মোড় এলাকায় সমবেত হয়। সকাল আটটা থেকে তারা কৈজুরি ও কানাইপুর এলাকার ওয়াহিদ মোল্লা, লতিফ মাস্টার ও সিরাজ ব্যাপারীর নেতৃত্বে প্রকাশ্যে ঢাল, সড়কি, লাঠি, রামদাসহ বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মহড়া দেয়। দুপুর ১২টার দিকে আয়মন আকবরের কর্মসূচি বাতিল হওয়ার খবর আসার পর লোকজন প্রতিরোধ তুলে নেয়।

প্রতিরোধ কর্মসূচিতে নেতৃত্বদানকারী অন্যতম নেতা জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বেলায়েত হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, 'আয়মন আকবরকে প্রতিহত করতেই আমরা সবাই সমবেত হয়েছিলাম।'

সালথা উপজেলার চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন জানান, জিপিএ-৫ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আয়মন আকবর প্রধান অতিথি ছিলেন। তিনি না এলেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং সালথার ইউএনও এস এম তুহিনুর আলম উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'আয়মন আকবরকে প্রতিহত করার জন্য কৈজুরির চুঙ্গির মোড়ে প্রতিরোধ কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে শুনেছি।'

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিপুল ঘোষ প্রথম আলোকে জানান, কৈজুরির চুঙ্গির মোড়ে আয়মন আকবরকে প্রতিহত করার জন্য শ্রমমন্ত্রীর কয়েক হাজার সমর্থক পুলিশের সামনে সশস্ত্র মহড়া দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আয়মন আকবরকে ফরিদপুরে আসতে বারণ করায় তিনি সফর বাতিল করেছেন। তিনি বলেন, 'জেলা আওয়ামী লীগের অবস্থা সম্পর্কে আমরা গত ১৯ এপ্রিল গণভবনে দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাকে জানিয়েছি। আশা করছি, নেত্রী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন। তা না হলে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা গণপদত্যাগের মতো পদক্ষেপ নিয়ে বসতে পারেন।'

ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মো. আওলাদ আলী ফকির প্রথম আলোকে বলেন, 'চুঙ্গির মোড়ে পুলিশ যায়নি। তবে ওখানে কয়েক হাজার লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সমবেত হয়েছেড়এ খবর পেয়ে আমি তা শ্রমমন্ত্রী-সমর্থিত নেতাদের জানাই। এরপর শ্রমমন্ত্রীর ভাই খন্দকার মোহতেশাম হোসেন ও জেলা আওয়ামী লীগের নেতা মোকাররম মিয়া ঘটনাস্থলে গিয়ে বেলা সাড়ে ১২টার দিকে সমবেতদের সরিয়ে দেন।'

এদিকে বুধবার দুই গ্রুপের সংঘর্ষে গুলিতে আহত জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক নাজমুল ইসলাম খন্দকারের দেহ থেকে বুলেটটি বের করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ আন্তজেলা শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক যুগ সম্পাদক কামরুজ্জামান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। এ ছাড়া ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মনিরুজ্জামানকে ঢাকা মেডিকেল হয়ে গতকাল সকালে পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কমে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের রেমিট্যান্স প্রবাহ

কমে যাচ্ছে সৌদি আরব, আরব আমিরাত, কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ। সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে এসব দেশ থেকে রেমিট্যান্স আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩ শতাংশ, যেখানে আগের অর্থবছরে (২০০৮-০৯) ছিল ২৪ শতাংশ, এরও আগের বছরে প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৩ শতাংশের ওপরে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে আশঙ্কাজনক হারে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন নীতিনির্ধারকরা। তাদের মতে, দেশের মোট রেমিট্যান্সের দুই-তৃতীয়াংশ আসে এসব দেশ থেকে। সেই মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখন নানা কারণে শ্রমিক ফিরে আসছেন। যে হারে শ্রমিক ফিরে আসছেন, সেই হারে যাচ্ছেন না। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের হার ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। এটা অব্যাহত থাকলে আগামীতে রেমিট্যান্স আহরণের ধস নামার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

অপর দিকে যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইতালিসহ পশ্চিমা দেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ ব্যাপক হারে কমে গেছে।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ক্রমান্বয়ে রেমিট্যান্স কমে আসার কারণ সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিগত দিনে বেশির ভাগ রেমিট্যান্স এসেছে আরব দেশগুলো থেকে। কিন্তু বর্তমানে এর প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। এ বিষয়ে তিনি জানান, শুধু রাজনৈতিক কারণে যেমন শ্রমিক ফিরে আসছেন, এর পাশাপাশি বিগত দুই বছরের বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণেও শ্রমিকরা ফিরে আসছেন। এ কারণে কমে যাচ্ছে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি।

জানা গেছে, মধ্যপ্রাচ্যের আট দেশ থেকে যে পরিমাণ রেমিট্যান্স আসে তার অর্ধেক আসে সৌদি আরব থেকে। সেই সৌদি আরব থেকেই রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। সমাপ্ত অর্থবছরেও সৌদি আরব থেকেই এসেছে দেশের মোট রেমিট্যান্সের ৩১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, সমাপ্ত অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে রেমিট্যান্স আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ, যেখানে আগের অর্থবছরে (২০০৮-০৯) প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ২৩ শতাংশ। এরও আগের বছরে (২০০৭-০৮) সৌদি থেকে রেমিট্যান্সের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ৩৪ শতাংশ।

এ দিকে মধ্যপ্রাচ্যের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে আরব আমিরাত থেকে। নানা কারণে এ দেশ থেকেও রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, গত অর্থবছরে আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে পৌনে আট শতাংশ, যেখানে আগের অর্থবছরে (২০০৮-০৯) এটি ছিল ৫৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ, এরও আগের অর্থবছরে ছিল প্রায় ৪২ শতাংশ।

মধ্যপ্রাচ্যের তৃতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আসে কুয়েত থেকে। এ দেশ থেকেও ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে। গত তিন অর্থবছরের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমাপ্ত অর্থবছরে কুয়েত থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে পাঁচ শতাংশ, যেখানে আগের অর্থবছরে (২০০৮-০৯) ছিল সাড়ে ১২ শতাংশ। এরও আগের বছরে (২০০৭-০৮) এর প্রবৃদ্ধি ছিল ২৭ শতাংশ।

অপর দিকে মধ্যপ্রাচ্যের অপর পাঁচটি দেশ কাতার, ওমান, বাহরাইন, লিবিয়া ও ইরান থেকে ধারাবাহিকভাবে রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে যাচ্ছে।

এ দিকে মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে বাংলাদেশী শ্রমিকরা কাজ করেন এমন দেশগুলোর বেশির ভাগ থেকেই রেমিট্যান্স প্রবাহ কমে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, একে তো মন্দার প্রভাব, পাশাপাশি জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশগুলোতে রেমিট্যান্স হাউজ খোলার বিষয়ে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। অপর দিকে মধ্যপ্রাচ্যে অতি সহজেই রেমিট্যান্স হাউজ খোলা গেলেও শুধু শ্রমিক ফিরে আসায় রেমিট্যান্স আহরণ নিম্নমুখী হয়ে পড়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, দেশে আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, বিদ্যুৎ, গ্যাসসহ অবকাঠামো সুবিধা না বাড়ায় এমনিতেই বিনিয়োগকারীরা কোনো বিনিয়োগ করছেন না।

চার ছাত্রলীগ কর্মীকে গণপিটুনি পুলিশে সোপর্দ

নোয়াখালীর সেনবাগে দাবিকৃত চাঁদা না দেয়ায় এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করতে আসা চার ছাত্রলীগ কর্মীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছে স্থানীয় জনতা।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ তাদের নোয়াখালী বিচারিক আদালতে হাজির করলে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার কুতুবেরহাট বাজারের মা-মনি ফ্যাশনের মালিক কবিরহাট ভাটিয়া গ্রামের আবুল বাসারের পুত্র নিজাম উদ্দিন জনির সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের পুত্র ছাত্রলীগ কর্মী সাইফুল ইসলাম তামিমের বন্ধুত্ব হয়। এর সুবাধে তামিম জনির কাছ থেকে তার ব্যবহৃত ডিসকবার মোটরসাইকেলটি আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলে ধার নেয়। কিন্তু এক সপ্তাহ পরও তামিম তার মোটরসাইকেল ফেরত না দিয়ে উল্টা জনির কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। এ বিষয়টি জনি তামিমের মাকে জানালে তামিম ক্ষিপ্ত হয় বুধবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দু'টি সিএনজি ট্যাক্সি নং-(নোয়াখালী-থ-১১-৪৮৯৪ ও নোয়াখালী-থ-১১-৫০৩২) যোগে ৮-১০ জনের একদল সন্ত্রাসী নিয়ে এসে জনিকে জোরপূর্বক তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। এ সময় জনি চিৎকার দিলে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে সন্ত্রাসীরা জনিকে ছুরিকাঘাত ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে। এ সময় বাজারের লোকজন ও ব্যবসায়ীরা এসে সন্ত্রাসীদের গণপিটুনি দেয়।

বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের ব্যবহৃত সিএনজি চালিত ট্যাক্সি দুটি ভাঙচুর করে। গণপিটুনির শিকার যুবকরা হচ্ছে বেগমগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের নুরুল ইসলামের পুত্র সাইফুল ইসলাম তামিম (২১), একই উপজেলার লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামের আবুল কালামের পুত্র মো. সোহেল (২২), গনিপুর গ্রামের সমীর শুরের পুত্র নিলয় শুর (২২) ও রসুলপুর গ্রামের বাবুলের পুত্র কামরুল (২০)। তারা সবাই ছাত্রলীগ কর্মী বলে জানা গেছে। পরে খবর পেয়ে সেনবাগ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে সেনবাগ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। ব্যবসায়ী জনি বাদি হয়ে সেনবাগ থানায় মামলা (নং-১৫) দায়ের করলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে।

এ ব্যাপারে সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ মোক্তার হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ব্যবসায়ী অপহরণের চেষ্টা ও চাঁদা দাবির বিষয়টি প্রাথমিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

cgs CITYGATE SOLICITORS

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলার শফিকুল হক, সলিসিটার হিসাবে আমাদের ফার্মে যোগদান করেছেন।

আমরা নিম্নলিখিত সেবাগুলো প্রদান করে থাকি-

- Business Transfer
- Commercial Property
- Conveyancing
- Land Lord & Tenant
- Wills 4 Probate
- Immigration
- Civil Litigation
- Family Law
- Power of Attorney
- Sponsorship Declaration

জনাব হকের সাথে নিম্নের ঠিকানায় যোগাযোগ করা যাবে-
3A Old Montague Street, London E1 5NL
Tel: 020 7375 2930, Fax: 020 7377 1454
shafiqulhaque@hotmail.co.uk